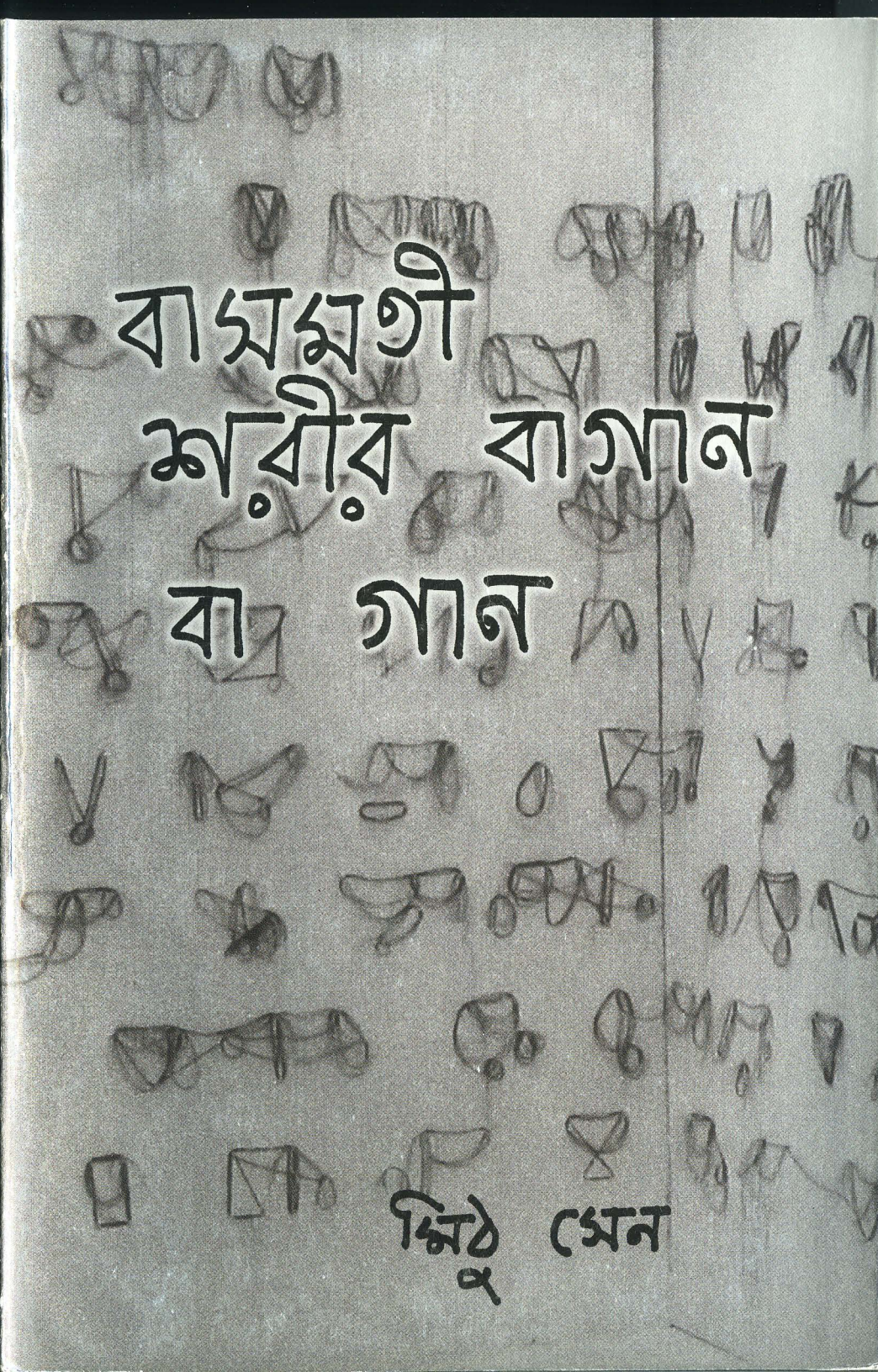

বাসমতী শরীর বাগান বা গান

মিঠু সেন

বাসমতী শরীর বাগান

বা

গান

১৯৯৫-২০০৫

মিঠু সেন

বাসমতী শরীর বাগান
বা
গান
১৯৯৫-২০০৫

মিঠু সেন

নান্দীমুখ সংসদ

বাসমতী শরীর বাগান বা গান
১৯৯৫-২০০৫
মিঠু সেন

Basmati Sharir Bagan Ba Gan
1995-2005
a book of poetry by Mithu Sen

জানুয়ারী ২০০৭

স্বত্ব : মিঠু সেন

প্রচ্ছদ
যোগেন চৌধুরী

গ্রাফিক্স : কাজী অনির্বাণ

অক্ষর বিন্যাস
বর্ণনা
৬/৭ বিজয়গড় কলকাতা ৭০০০৩২
৩২৯৬ ৯৭২৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বর্ণনা প্রকাশনী ৪/১০এ বিজয়গড় কলকাতা ৭০০০৩২
২৪২৯ ৪০৯২

প্রকাশনা
নান্দীমুখ সংসদ
৫৯ রামকৃষ্ণপল্লী
কলকাতা ৭০০০৭৮
২৪১৫ ১১২৪

১০০ টাকা

কাকে ?
মাকে ;

কটা কথা

খাঁ খাঁ এক শূন্যসাদা পাতাও
আমার কবিতা, যাকে শেষ অব্দি লিখতে পারিনি,
শূন্যতায় থেকে গেছে।
কবিতা কি শুধুই অবয়ব? শূন্যতারও তো দেহ আছে!
ভুল বানানে লিখেছি দরজা, প্রিয় বা স্মৃতি।
এতে সততা আছে, স্বতঃস্ফূর্ততা আছে,
না-শেষ শৈশব আছে। ভুল বানানেও (আমার) বিশ্বাস আছে।
বদ্বীপ যেন গোটা সাদা সমুদ্র পাতার মধ্যে
থইথই করে। তেমনই বংশবদ বহুতল
বাড়ি, বিভিন্ন তলে, তলেতলে, কত যে না-হিসেবী
তল থেকে যায় — দেহ থাকে, হিসেব থাকে না।
তারও পরে, সিঁড়ি ভাঙা, সিড়ি ভাঙা,
নীচে নামা, নীচে নামা — হে জাহান্নম!

সিঁড়ি বা গান ১১—২৪
উঠোন বাগান ২৫—৬৯
বারান্দা বাগান ৭১—১০০
ছাদ বাগান ১০১—১১৪
ছাদে, বিছানা বাগান ১১৫—১৪৯

সিঁড়ি বা গান

স্মৃতি

আজ কত তারিখ?

প্রিয়

গা

না

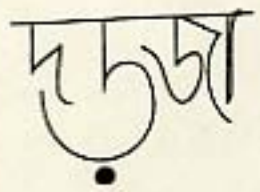

দড়জা

ছাদতলা ছাদতলা ছাদতলা ছাদতলা ছাদতলা ছাদতলা ছাদতলা ছাদ

আটতলা

সারে সাততলা

সোয়া পাঁচতলা

সাড়ে তিনতলা

আড়াইতলা

দেড়তলা

আধতলা

নেইতলা

সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
অধঃপতন

উঠোন বাগান

তুমি যা ছুঁয়েছ, আমি তা ছুঁইনি ...
তোমাকে একটু ছোঁব?

চোখে চোখে রাখতে গিয়ে
পুড়িয়ে ফেলেছি তোকেই।

কলঙ্ক, তুমি দেখেও দেখোনি
তোমারই গায়ে যে চাঁদ লেগে আছে।

হাতে তো হাতই রেখেছি কেবল
হাতে তো কিছুই ছিলনা।

দোষের এমন কি?
একটি মাত্র বৃষ্টিতে রাত সঙ্গে থেকেছি।

দু নৌকোয় পা দেওয়া মাত্তর
দু পাই পাথর হয়ে গেছে।

অশরীরে আগুন লেগে আছে
তুমি ছুঁলে,
তোমারও পুড়ে গেছে।

ইশ্
সুষুম্নায় বিষ!

পৌনপুণিক প্রথা প্রিয় দুই ঠোঁটে .....

তোকে,
শাসন করব বিছানায় ... ...

দু হাতে ফোস্কা, পিঠেতে উল্কি, অষ্টাবক্র কুঁজ
দ্বিশয্যাঘরে স্বামী দেবতাটি ভিষণ চতুর্ভূজ।

তুই শুয়ে থাক একলা ফ্যাকলা ঘরে
আমিও নাহয় নির্বাক ধূমজ্বরে
দূরত্বটুকু আজ অমরতা পাক।

তারও পরে
মধ্য রাতে
শরীরের মধ্যে সুর,—
সুরি।

গরলে গরল যত বিনিময়ে নীলকণ্ঠদেশ
গলা গেঁথে করে দেব শেষ।

যৌনগুটি শরীর মেখে
ইন্দ্র স্বয়ং উথাল পাথাল।

আগুন খেলে জিভ পুড়ে যায়, জিভের ডগে ছ্যাঁকা
আগুন এত পোড়ায় বলেই আগুন এত একা।

তুইও একটু জল খেয়ে যাস
ভিস্তিয়ালা।

আমাকে মানবী ভেবে কত কেউ ঠকে গেল ঝরে,
আমাকে দানবী ভেবে .....

আমার বুকের মধ্যে বহুদিন শুয়ে ছিল সুখ,
সারী-শুক
ধুলো ঝেড়ে, বালি ঝেড়ে তুলে দেখি, খুলে দেখি
নিতান্ত ডাহুক।

আমারও তো মনে পড়ে সমস্ত কথার পিঠে কথা
দুচোখে দুচোখ আর 'ও' চোখে কৃষ্ণ বটপাতা।

কাঁচিটা জ্বালিয়ে দাও, করো ছারখার।
ও কাঁচিতে গর্ভমুখ হাঁ হয়েছে মা'র।
আমাদের জন্ম হল, আরো অন্ধকার।

প্রিয় পাঁচিল কোথাকার
এত আড়াল কেন তোর?
কত ডিঙোব আর।

প্রিয় প্রিয় কানামাছি
তোমাকেই ছুঁয়ে আছি।

তাপ ছুঁয়ে যে পাপ করেছি, তার সাজা কি বরফ?
উল্কা দিয়ে উল্কি লেখা? শরীর জুড়ে হরফ?

আমি তো আর যেমন তেমন
এমন মেয়ে নষ্ট নই
যেমনই ধনুক তীর বেঁধে দাও
কেবল লক্ষভ্রষ্ট হই।

আমাকে যে ভালোবাসে
সে একটা রেললাইন উপড়ে এনে দিক
কালা রে ও সোহাগ রাত
সারারাত বাজা বাঁশি কূ-ঝিক্ - ঝিক্ -মিক্ ... ...

জাপটে ধরব আড়াল এবং ইচ্ছে করলে তোকে
নাহয় তেমন সাহসই নেই এ হাত ছুঁয়ে চলার
আমি কিন্তু উড়নচন্ডী স্বপ্নখাকী মেয়ে—
কথায় ঘেরা জগৎ শুধু সাহস কথা বলার।

মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেলি শুধু?

যে দিকে দুচোখ যায় সেদিকেই ছাইচাপা আঁচ
যে দিকে দুই পা যায় সেদিকেই কাঁচ , ভাঙা কাঁচ
যে দিকে দু মন যায় একমনে ধামা চাপা থাক
বাকী মন তুমি শুধু দশদিকে পুড়ে পুড়ে খাক।

নিজের বৃষ্টি থেকে একটুখানি ধার দেব তোকে
তোরও একটু আকাশ হোক, আকাশে গদগদ মেঘ
চল্ নগর গড়ি, অন্য কোন বিপরীত দিকে।

বাজ পড়ে বুঝি পুড়ে ছাই হলি
—ছাই কেন হব, হলাম বিভূতি ....
মাথার ওপর ছিল না আড়াল?
তুই বুঝি রোজ ছাদেতেই শুতি?

গ্রাসনালীতে গতরাতের ছাই
ঘুমের মধ্যে ঘুম জড়ানো গা
সারাটা রাত জহর-জহর ব্রত
পিশাচসিদ্ধ ফোস্কা পরা থাই।

প্রেম জ্বলে গেছে পরে আছে মুঠি-ছাই
ছাই ভাসাইনু গঙ্গাযমুনা জলে
উষ্মা নেইকো সে আগুনে হিমকুঁচি
হাত পুড়ে যায় তবু সে আগুন ছুঁলে।

দু ঘরেই লেগেছে আগুন
আমি শুকনো পাতা এনে দিই
তুমি আলো, দাহ্য চারিকনা
আমাদের বানানো মসনদে
আহা! সালভ'র বসন্ত্-ফাগুন।

দুচোখের শর্তে তুমি রাস্তা পার হও (দেখে দেখে)
মানুষের শর্তে তুমি কখনো শামুক
আঘাতের শর্ত এলে আত্মখোপে ঢুকে পড়ো,
প্রতিঘাতে খোল ও হাঁ মুখ।

এখনো তো ভিন্নমুখে আলো পরে, রোদ বৃষ্টি জল
দূরত্বেরও চেয়ে দূরে বিপন্নতা বেড়ে চলে যদি
সিনান না সারা হলে দেহ বুঝি ভিজতেও নেই
সে সব তত্ত্ব কথা কতটুকু জানে কৃষ নদী।

জল পরে
চোখের ভেতর ফোঁটা ফোঁটা
আমি তো কাঁদিনি —
তবে?
২২ শে শ্রাবন আজ হবে

ডুবতে জানলে শিখে নিও পুনঃজন্ম
ভেসে যাওয়া সুখ কাতারে কাতারে কাতারে
ভিতরে তীব্র বাইরে তীব্র স্রোতেও —
সুখ কাকে বলে? বিষন্ন থেকো সাঁতারে।

গতজন্ম, হাঁস-জন্ম-জল
সে সব কি আর ভোলে মফস্বল?

নির্বাপিত লোক
সারাজীবন অপেক্ষায়, অপেক্ষায় —
অপেক্ষাই যৌক।

এখন শুধু ফেরৎ দিচ্ছি নুন
পরে পাঠাবো উনুন ও আগুন।

এমন অসম্ভবের আলো
ফুঁয়ে নিভিয়ে দেওয়াই ভালো।
এমন অসম্ভবের আলো
ফুঁয়ে নিভিয়ে দেবার আগে
একটু উসকে দেওয়াই ভালো।

এত আলো!
কে পথে নেভালো?

বারান্দা বাগান

দোয়েল চড়াই

আমার বিভিন্ন ঘরদোরে চড়ুই দোয়েল বাসা বাঁধে
আমি কাঁদি ওদের ডানাতে, ওরাও আমাকে ঘিরে কাঁদে
চোখের পলক ঘিরে জল, জলের পলক ঘিরে চোখ
আমার বিভিন্ন ঘরদোরে, ওদেরই উড়ন্ত দুঃখশোক।

দুঃখ যদি পাখিদের ডানা, দুঃখ যদি বাতাসে উড়ন
সত্যিকার দুঃখ হা-হুতাশ, সত্যিকার দুঃখ কি মরণ?
সে মরণে নিস্তব্ধ চোখ, চোখের পলক জুড়ে ছাই
আমার বিভিন্ন গহ্বরে বাসা বাঁধে দোয়েল চড়াই।

উট

অসামান্য উটে চেপে মরুভূমি চলে গেছে যারা
তাদের চরণে ক্ষুড়ে, পিছুটান, প্রতিধ্বনি ভুল
ভেজা গাছ, বৃষ্টিবারি, পিছে পরে রইল চিরতরে
কি জানি কি স্বাদ ছিল কাঁটাগাছ
তপ্ত বালুঝড়ে?

বসন্ত উৎসব - ১

মৌনমুখে বসুন্ধরা অজস্র মা বসুন্ধরা ফুল
স্তব্ধ তাজা আকাশরেখা বিদ্রোহী আজ আগুনে দাউ দাউ
যতই ডাকো রুদ্রপলাশ, আকাশমনি, কৃষ্ণচূড়া নামে
স্তবক স্তবক ফুলের ঝাঁপি মান অভিমান শ্রীরাধাভঞ্জন।

বসন্ত উৎসব - ২

জবরদখল শিরাস্রোতে জ্বালা
ঠোঁটের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠোঁট
রবীন্দ্রনাথ একলা ফাল্গুনে
একাই নদী, একা পদ্মাবোট

স্বপ্ন আজ মহড়া দিয়ে শুরু
আম-পাতা চায় দীর্ন উপকূলে
গাছেরা হোক রক্ত মাখামাখি
কুঁয়োভর্ত্তি রক্ত জবা ফুলে।

ভোর

মিথ্যে সেজে অনেক কিছুই আসে
আবার চলেও যায় দূরে
শুধু মিথ্যে সেজে বৃষ্টি এলে ভোরে
ভিজিয়ে দেয়,
ভিজিয়ে দিয়ে ভাসে।

সোনা-পিতল

কুঁচি কুঁচি বরফ কুঁচি রোদের থেকে মেঘে
সরিয়ে রাখি, গুছিয়ে রাখি অনেক উঁচু শীতল
সোনার কলস ভরিয়ে রাখি অতীত মৃদু মেদুর
মেঘের থেকে সরিয়ে দেখি সোনার ঘটি পিতল।

অশ্বখুড়

যুগ যুগ বয়ে এসে
থমকে যায় প্রবাহিত নদী
অশ্বখুড় গড়বে তাও পথ নেই
প্রান্ত নেই পরে
অগত্যা, থামিয়ে দাও
(দুর্ভিক্ষ বাকী জমি জুড়ে)।

কুয়াশা দ্বীপ

এখানে কুয়াশা দ্বীপ,
ভিজে আছে সোঁদা কাদামাটি
তোমার লেখার খাতা, লাল নীল দোপাটি দোপাটি।

এখন কুয়াশা দ্বীপে
মুছে গেছে পথ ঘাট মাটি
তোমার লেখার খাতা, খাতা ভরে কপাটি কপাটি ...

স্নান-যোগ্য

এই যে আমার একমাত্রিক জীবনধারার নদীটি
বইতে বইতে কতশত যেন ছায়া ভেসে যায় উপোসী
আমিও রূপসী শৃঙ্গারে ভেসে লুটপাট করি আজীবন
জটিলতা থেকে জটিলতা বেড়ে গড়েছে অন্তসরণী
তবু তো বলিনি নদীর কানারে ঘূর্ণি লুকিয়ে হাজারো
আহা মরে যাই, তবু তোর শখে নদীটি স্নানের যোগ্য।

বুক-জল

বুকে জল জমে, বুকের গভীরে জ্বলে নেভা মোমবাতি
দুহাতে সূর্য ঢাকে, মৃত্যুকে ডাকে কোন প্রবাহিত নদী
তুমি কিঅনেক দূরে যেখানে পাতালও থেমে বিষাদে প্রবল
সময় পেরিয়ে এসে সেখানেই এসে ডাকি যদি —

তুমি কি তখনো শিলা, দারুণ কুঠারে গাঁথা ক্ষত
এত স্রোত ঠেলে ঠেলে নদীকে এড়িয়ে যাবে নাকি
যেখানে তুফানটান, মেরুণ ঘূর্ণি কালো সেতু
সেখানে পৌঁছে দেখো, এ পালানো কেবলই প্রতিকী

আসলে কিছুই নেই, দুদণ্ড মোহনাস্মরণ
বুক জলে নেমে দেখো পৃথিবীও আসলে উদাসী
তার কোন দায় নেই, জলজ তো আমরা সবাই
বুকে তো জলই জমে, কারো কম, কারো কিছু বেশি

লোভী

এতদিন পরে লুকোনচুরনো বন্ধকী দিন
এতদিন পরে বৃষ্টি মেটায় বাদলের ঋন
স্বরহীন স্বরে ঝরে পরে যত পশলা বৃষ্টি
লুটে নিতে চায় আঁধারে আড়ালে একশো সুযোগ
আলো জ্বেলে দাও, আলো জ্বলে ওঠো
ও মুখে শান্তি।
আলোমুখ দেখে নৈঃশব্দের থমকে দাঁড়ানো
প্রহরী তাকায় কাজল মেখেছে গোপন বৈরী
নকলযুদ্ধ মহড়া চালায় নাটুকেপনায়
আলো আঁধারীতে জেগে থাকে এক একা শুকতারা
তবু ভোররাতে ছুটে আসে কত আলো জলধ্বনি
নদীকে ডিঙিয়ে ছুটে আসে প্রিয় দিগন্তরেখা
দিগন্ত ছুঁয়ে আছো কি দাঁড়িয়ে কবি ও প্রেমিক?
প্রথম বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, কবিতাগুচ্ছ?

এখনো তো লোভী, প্রবাসিনী আজো জন্মান্তরে
সাদা পায়রার গলায় ঝুলিয়ে চিঠি পাঠাবে তো?

কল্পমান

আগুনেরও বুলি ফোটা মাত্তর
দিবারাত এটা সেটা খাই খাই —

আমি আমার হাত দিলাম স্পর্শে তাপ
আমি আমার চোখ দিলাম অন্ধকূপ
পোড়ার জ্বালা জুড়োতে যেই ঠোঁট দিলাম
দ্বিগুন তাপে পুড়িয়ে দিল সে নিশ্চুপ।
অমনি,
এক জানলা বৃষ্টি এসে ঢুকে পড়ল ঘরে
এক তুমুল ঝাপটা এসে ভোবালো দেহ দুটো
এক লহমায় ঘরের ভেতর সমুদ্র থৈ থৈ
এক মুহূর্ত বাঁচার জন্য দুজনই খড়কুটো।

আক্ষুটে

সন্ধে ছিল আবিষ্কারের বয়স
সকাল ছিল ব্রহ্মকমল বীজে
এসব ছিল কষ্ট ও কল্পনায়
রাত্রে ছিল বনের তাঁবু ভিজে।

তাঁবুর নামে মোংলা পাহাড় ছিল
সুলুক ঘোড়ার অন্ধপানা ছুটে
তাঁবুর ভেতর চড়াই ও উৎরাই
মধ্যিখানের হৃদয়টা আক্ষুটে।

রূপক দেখা হওয়ার চোখে জল
তাঁবু সমেত উড়ে চলল দিন
কোন শীতলে জড়িয়ে ধরো হাত
পংক্তি আলোয় মুখ দেখো আশ্বিন?

কনকাঞ্জলী

আপাতত বুকে তত কষ্ট নেই কোনক্রমে
একমুঠো ধানগুচ্ছ পাঁজরেই ফোটে
তাদের ধারালো দেহ, ধার ঘেঁষে কোলাহল.....

ফেরৎ দেবারই ছিল, মুখ ফিরে যাচ্ছেতাই
ছুঁড়ে দেব কথা ছিল ঐ মুঠো চাল
ঋনের পাহাড় থেকে মুক্ত হবো প্রতিশোধ
পাঁজরেও দেখা দেবে ধানের আকাল।

পোড়া আলুসেদ্ধ খাব, শাকপাতা, তৈলবীজ।
মাথা খাব, গোপনে বা মরা খেতে পারি
সে মরার বুক খাব, বুক ভর্ত্তি ধান গুচ্ছ
দুঃখ মাঠে বোনা তার ক্ষেতি আবগারি।

মশারি

অরন্যে সন্ধ্যা অতিক্রম
বিষন্ন হাতের পাশে হাত
মহানন্দা স্রোত অগনন
দূরবীন চুপ, লক্ষ্যহীন
মশারীর ছাদে বৃষ্টিদানা
ঝরে পরছে তীক্ষ্ণ আলপিন।

বৈশাখ দুপুর জুড়ে

বিশ্বাস ভাঙার আগে আঁজলা ভরে একফোঁটা জল
ছুঁয়ে, কপর্দক শূন্য তুমি, দেউলিয়া হতে বাকী আছে
বৈশাখ দুপুর জুড়ে রাস্তা ভরা মস্ত সাদা কালো
ত্রস্ত পায়ে হেঁটে পার, পারাপার শেখানোর ছলে।

কে দেবে আকাশ আর কে বা দেবে মেঘছাঁকা রোদ
যদি না ভোরের আলো মুছে যায় লুকিয়ে আড়াল
যদি না দুহাত ছুঁয়ে আজীবন মিছিমিছি কথা —
বলে যেতে হয় শুধু দুজনেই, দুজনের ভুলে।

জিরাফ

(কবরের মধ্যে বেঁচে অফুরন্ত মাটি
বীজ-পুঁতি
জল ঢালি
সকালে দোপাটি।)

ধর্ম নেই,
হাত বাড়াই কবরের দিকে
ফলকে ফলকে মৃত নাম
আধপোড়া জ্যান্ত ভাই
চোখ উপড়ানো জ্যান্ত বোন
হাই তুলে উঠে বসে কবরের থেকে।
মুখে পান্তা ভাত দিই
নুন নেই।
সাগর তো আছে!
একমুঠো লবনাক্ত ভিক্ষা চাই ধরিত্রীর কাছে।

ধরিত্রীর তিনভাগ থৈ থৈ মহাকাল
শেষ ভাগে একখাবল মাটি
মাটিতে কবর খুঁড়ে ভাইবোন শুয়ে থাকে
আমি বাকী তিনভাগে হাঁটি।

ইতি যমুনাবতী

দুচোখের প্রসাধনে কাজল, সুর্মা ছাড়া
গোপনে আঞ্জনী থাকে, ফুলে ঢোল।
যন্ত্রণায় তার কাছে সকলেরই বন্ধ চোখ
সে আমার ছোট ভাই।
ভায়ের কপালে ফোঁটা চন্দন চর্চর
ভাই আমার স্বার্থহীন, প্রয়োজনে স্বার্থপর
সম্বৎসর ভুলে থাকি, মনে পড়লে চিঠি যায়
আরো বেশি মনে পড়লে ফোন করি,
ছুটে যাই।
বোনের দুচোখ ভাই আঞ্জনী থরথর
জলে ঝাপটা ঢেউ আর তাতেই দুফোঁটা জল
সে জল চোখের জল, নোনা জল, লবনাক্ত
প্রসাধনে প্রসাধনে ভাই বিষ্ণু, ভাই শাক্ত।

থৈ থৈ

এত বৃষ্টি হলে বুঝি
রাস্তায় জল জমে
বড় রাস্তা নদী হয়ে যায়?
আনাচে কানাচে তার
শাখাগলি, উপগলি
থৈ থৈ থৈ জলে
জলও পেলি, তলও পেলি
তারও বেশি বৃষ্টি হলে বুকের খাঁচায় —
ধ্যাৎ, অত ভেজা যায়?

হে অবধারিত

বুঁদ বুঁদ যত বৃষ্টি হউক, সময় কাউকে রেহাই দেয় না
একদিন ঠিক কুঞ্চিত মুখ, তাল ভুলে ঠোঁট গাল ঝুলে যায়
হাতবদলের দিন চলে যায়, বাকী পরে থাকে জলের রেহাই
নেহাৎ সে জল তবু টলমল কিন্তু গভীরে পাতাঝাঁঝি দল
দলছুট কোন শ্বাসপ্রশ্বাস আগে আগে থেকে মনে করে নেয়
জিতে যাবে যেন; যেন জেতাটাই খেলার নিয়ম, কী নিশ্চয়তা!
কিছু কিছু খেলা পূর্ণিমা রাতে ভিজে ঠান্ডায় রেল গাড়ি গাড়ি
পাশাপাশি দুটি সমান্তরাল রেখা বেয়ে বেয়ে আলো ছিট্‌কানো
মাঝরাত্তিরে যাত্রী ছোঁয়ায় দুঃস্বপ্নের কাঁথা মোচড়ানো
ভেবে ভেবে দুটো কথা ওগড়ানো, মেপে মেপে হাত তবু চল্‌কানো
সেই চল্‌কানো এড়ানো যায় না, বৃষ্টিতে জল কেঁপে কেঁপে কেঁপে
সময় তো তবু রেহাই দেয় না, যতই খেলার মাঝ পথে পথে
খেলা থেমে যাক, হে অবধারিত!

একার গাঙুরে

ডিঙি ভেসে যায় ভেলা ভেসে যায় —
গাঙুরের জলে আরো কত কি যে!
ডিঙি ডুবে যায় প্রথম রজনী
শরীরে শরীর, ফের থেকে রাত
ডুবে গিয়ে ডিঙি কই চলে যায়?
জলের অতলে? জল কথা বলে?
বিশ্বাস করে দেখেছ কখনো
কে কে ঠকে যায় কত বাঁও জলে
আঁজলা উপছে জল পরে যায়
জলজে, আবেগে, ফোঁটা ফোঁটা মেঘে
ডানাহীন পাখি তাও উড়ে যায়
চোখহীন মাছ ঘুমে ঢলে পরে
ঘুম থেকে উঠে গাঙুরের জলে
ছোঁয়াছুঁই খেলে, চোর ধরা পরে।
বিশ্বাস করে দেখেছ কখনো
এত কিছু বয় একার গাঙুরে?

সাতঘাট

আমি তো প্রলুব্ধমেঘ উত্তেজক খরবেগী বায়ু
আমিই যযাতি পিতা অনায়াসে সন্তান-আয়ু
পান করে আছড়াই কূলে বা উজানে আর ভাটা
জোয়ারের স্রোত টানে অপরূপ সে সাঁতার কাটা।
কোথাও ডুবেছি আর কোথাও বা ডুবে ডুবে জল
আমি তো সাতটি ঘাটই ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি পিছল।

ভাঁটা

ধীরে ধীরে বুঝতে পারি
অন্য দিকে সরে যাচ্ছে বালি
পায়ে ফুটছে শাঁখ কুঁচি
লবনাক্ত হচ্ছে গোটা দেহ —
বুঝতে পারি ভেসে যাচ্ছে
তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কুমীরেরা
মেরুদন্ড ছুঁয়ে গেল ..... কারা যেন!
..... বুঝতে আজও বাকী

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে
বালি, মাটি, অন্য কোন দিকে।

নদীরও

শৃঙ্গার রসে সাজিয়েছ ফুলদানী
ডিঙির ভাঁড়ারে শ্লীল কাব্যের রস
পাটাতন তলে যেটুকু বাড়তি জলে
ভেসে যায় ডিঙি, ছেঁকে ফেলে দাও নদী।
পারাপার জানে শুয়ে থাকা ডুবে থাকা
পারাপার জানে অন্য কাব্য যদি
কেয়া ডিঙিটিকে ফেরাবে যে ফুলদানী
উপসী রূপসী ছই ছপছপ জানে
শৃঙ্গারে নদী ভরপুর কতখানি।

খাঁজ না খোলা চৌকো

খাঁজ না খোলা চৌকো
ভাঁজ খুলতেই নৌকো
সাজ খুলতেই বেহুলা সতীর মৃত্যুবাহী ভেলা
গাঙুর নদীর দুই ঢালু তীর
বসছে চড়ক মেলা।
চড়ক মেলার পিদিম
নিভছে জ্বলছে, খোল ও নোলচে
ভাসতেছে খড়কুটো
চৌকো কাগজ ভাঁজ খুলে দে
থমকানো হাতদুটো।

ধূলোনাচ

তোর চরণপদ্মে কামাতুর
ঠোঁট পেতে রাখি, রেখে ধূলি চাই
তোর নিমেষ আঙুলে ভুঁই ফোঁড়
তোর সাবেক দিনের রোজগার
কত অনায়াসে উড়ে উড়ে যায় —
ধূলি, ধূলিকনা মেখে শরীরেও
ফের রাত্তির হলে ঠান্ডায়
কত চান চায় জল গোলাপে
আর আতরে ডোবানো ঠোঁট চায়
হায় ধূলিকনা কত ধূলি তোর
হায় নিছকই নেহাৎই ভূঁইফোড়
তোর চরণপদ্মে কামাতুর
ঠোঁট পেতে রাখি মৃদু আবঝাই
তোর ধূলিকনা ভরা ভোররাত
কত জুঁই ফুল চেনে কত জুঁই
এবে ধূলিহীন খেয়া থাক তুই
আমি ধূলোবালি মেখে নাচঘর।

রোদ্দুর

রোদ্দুর, তুই সোনামন, তুই সরীসৃপ গা
যত যবার ধরতে গেছি পিছলে গেছে পা
মেঘচূর্ণ মাখাতে গেছি, দেহ-কান্ড-ধর
সোনামন, চল একসাথে শুই, ঘরের ভেতর ঘর।

ঘরের ভেতর ভেতর ঘরে রোদ ঢোকে না ছাই
জানলা খুলে পাল্লা তুলে অন্ধ হাত বাড়াই
রোদ্দুর তুই সোনামন তোর জ্বরে পুড়ছে গা
জলের পাটি বুলিয়ে দেব ভেতর ঘরে আয়।

জুঁই যমুনায় ভাসছে দেহ গোলাপ জলে চান
দিন দুপুরে শিখিয়ে দেব রাত্তিরই মহান
সরীসৃপে সরীসৃপে শরীর ভরা রোদ
ঘরের ভেতর, ভেতর ঘরে তীব্র প্রতিশোধ।

মাঠ

সুখের থেকে চাবুক এবং
বুকের থেকে পালক
সোনার কিম্বা রূপোরই হোক
খসিয়ে দেবে বালক।
খসিয়ে দেবে তারা এবং
হাজার উজানবাতি
উল্কা খসে খসে নিজের
মাঝখানা দেহাতি।

গাছকে

কে জানে কোথায় দেখা হবে ফের
এতটুকু আকাশের নীচে
যে দিকে তাকাই শুধু একমুঠো গোল
তাকালেই চোখে বৃত্ত নাচে।
অধীকারহীন সেই ছোটখানি বৃত্ত ঘিরে
চারা পুঁতি, (গাছ হবে ভেবে)
বলো গাছ, রোজ যদি জল দি তোমায়
বড় হয়ে আমাকেই নেবে।

ছাদ বাগান

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর খেলা.....

দীর্ঘ দৈবজাল, দীর্ঘ রোগভোগ
দীর্ঘ বিবমিষা, দীর্ঘ সম্ভোগ
দীর্ঘ পাখিডানা, দীর্ঘ উড়ু উড়ু
দীর্ঘ যাতায়াত ক্ষুদ্রতাতে শুরু

দীর্ঘ দেহ দেবদারু প্রায় শালপ্রাংশু মহারাজ
কোমরে জড়ানো সাপ, চারিদিকে কেয়াগন্ধী ফুল
সুগন্ধী তেলমাখা চুলে দীর্ঘতম হে বাবুবিলাস
যৌনতা মন্থর রাত্রি ফুটপাথেই শুক
এদিক ওদিক থেকে সারমেয়
তাদের ঘা চিক্‌চিক্ গা, অষ্টাবক্র সুর
তাদের দুঠোটে পোষা ময়ূর।

শরীর ঘিরে এমন কিছু ওম ছিল যার শীত করে
ব্যবহারিক অপচয়ের ক্লান্তি জমে আঁশঘরে
শরীর ভরা আদিম রসের নৌবিহার ও সান্ধ্যস্নান
শরীর ডিঙি শীতার্ত আর বন্দরেতেই ভ্রাম্যমান
চোরাবালির গোপনতটে লবনস্বাদু মাস্তুলে
এমন দেহ আটকে গেছে হানুহানা, বকফুলে।

শরীর থেকে সন্ধ্যে ...
.....
.....
.....

শরীর থেকে সন্ধ্যে ছিঁড়ে যায়
শরীর ভেঙে রাত্রি ঝরে পরে
শরীর মানে ভাগ বিভাগে দুই
পৃথক শরীর পুড়ছে ঘন জ্বরে
জ্বরের ঘোর, স্ফুলিঙ্গ-দোষ সখা
এক পা উড়ান বাড়িয়ে আছে খাদে
তাপ ছুঁয়ে যে পাপ জমেছে জলে
বরফ হয়ে পরুক চেনা ফাঁদে।

পদস্খলন কি কি উপায় নির্ধারিত হল?
কি কি উপায় ফের থেকে তার দুহাত ধরে তোল?

কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, অপলক দৃষ্টি মেলে চায়
তাদের দুরন্ত বুকে পিঠে পিতামহ ভীষ্ম জমা থাক
ভয় নেই, এ পৃথিবী জলা-জমি-চর
দু হাঁটুর মাঝে মকর কুমীর আর মহাকাশে শুধু মূর্চ্ছাস্বর।

শোন ধ্বনি, শোন যথাকাল, শোন আলপিন
বিবাহরাত্রি শেষে দেহ দেখিয়াছে
একটি দুটিই নয়, ভুবন তিন।

বিবাহরাত্রি শেষে দেহ বুঝিয়াছে
লৌহবাসর রাতে ছিদ্র রাখা ছিল
সেই সব ভ্রান্ত শোক, ক্লীষ্ট মখমল
সেই সব বিষ বাষ্প, অর্দ্ধপাচ্য নীল
ময়ালের ঠান্ডা দেহ শীতবস্ত্রে ঢেকে
বেহুলা, রাজার বউ ঘাটে নেমে এল।

নদীর বুকে .....
.....
.....

নদীর বুকে ভাসান জমে ছিল
কলার ভেলা নামিয়ে দিল স্রোতে
নপুংশকের শীতল দেহখানি
বেহুলা নাকি বাঁচিয়ে দেবে ব্রতে!

এসো গুম্ফমুখ,
শ্রমনের করোটীর নীচে, ঐখানে অন্ধকথক
ঐখানে ডাইনীরাজ্য, পাঁচন পাত্র আর শীর্ষসুখ
ওখানেই যমুনার হাড়, যমের সম্ভোগ
তারও নীচে অশ্বশাল, হ্রেষাধ্বনি এবং
অনন্ত পাবক।

বেহুলার মধ্যরাত্রি নদীপথে জোৎস্না ঢলঢল
মৃতদেহ দেহ নয়, বেহুলা যতই তুমি বলো
ও তোমার চতুর ছাঁচ, ও তোমার আড়াল চূড়ামনি
কামদেব তোমার দেহে এঁকেছিল জ্যান্ত জানু যোনী
জলে জলে পচে যাচ্ছে, খসে যাচ্ছে মজ্জা মাস শিরা
শিখন্ডী সাথে নিয়ে বেহুলারও নাচের মহড়া —
ক্রমে ক্রমে জমে ওঠে।

শীতল তুমি বরফ
তুমি জমে উঠেছ ক্রমে
শীতল তুমি জমে উঠেছ
কঠিন পরিশ্রমে

শীতল তুমি বরফ
তুমি চামুন্ডা চন্ডালী
.....
.....
.....
.....

শীতল তুমি বরফ
তুমি চামুন্ডা চন্ডালী
শীতল তুমি পিতল চোখের
দ্রৌপদী, পাঞ্চালী।

শীতল তুমি কুন্ড নাভী
পাটভাঙা তলপেটে
শীতল তুমি জরায়ু রাত
পার হয়েছ হেঁটে!

বেহুলার নিম্নদেহ স্বরযন্ত্র ছুঁল
গলে গলে পরছে বিষ, কুন্ড, মহীয়সী
চাল ফেললে ফুটে ভাত অনর্গল তাপে
গাঙুর নদী পরক্ষণেই চরিত্র বদলালো।
দীর্ঘদিন দুটি পাই স্থির বিন্দু জলে
দীর্ঘদিন দাঁড়ে হাত, গন্তব্য? — নিশি
রাতবিরেত একাকার হাঁ মুখটি খোলা
ঢুকে যাচ্ছে দেবরাজ, ঢুকেছে শ্রী ভোলা

জোয়ার এল ভাঁটার সাথেসাথে
শিথিল হল বাঁধন ছিল যত
গোপন এল মত্ত পরিহাসে
বেহুলা সতী বুদ্ধিমতী নদী
গর্ভ বুঝি শূন্য ছিল জলে
জলের প্রানী শামুক, কুমীরেরা
বীজের আজান বাজুক চরাচরে
গর্ভপাতে বেহুলা চিরসতী।

বাহুদ্বয় স্নানগন্ধ ভরা
ও ভীষণ তির্যক প্রহরী
জলযানে শাপলা ও শালুক
ইহরূপে লজ্জা অবনত

নদীজলে মৎস্যগন্ধা নারী
চিরময়ী সত্যবতী দাসী
চোখ টিপে ইশারা অভিলাষী
বেহুলাকে পথ দেখালো জলে।

পা-পাতাকে ছাপিয়ে হাঁটু জানু
কোমরও জড়িয়ে নিবিড় পাঁকে
তলপেট বুক ছাপিয়ে জলে
বেহুলাগো ভাসান যাদু শেখো।

এ যাদুতে ডুবতে হবে নাকো
এ যাদুতে হাঁসের পালক মাথা
এ যাদুতে ভিজবে নাকো বেনী
যাদু গো বেহুলা মুখোমুখী।

বিশ্বভুবন ডাকে আয় আয় আয়
এ মায়া, এ মোহভার পার করা দায়
রাজবধূ সাজ খুলে সঙ্গমে যায় —

ওষ্ঠে, জিবে, দন্তমূলে.....
.....
.....
.....

ওষ্ঠে, জিবে, দন্তমূলে লালা ও আলজিভে
ছত্রাকেরা ছড়িয়ে আছে, তুমুলে উল্লাসে
এমন দেহে, বজ্রপাকে কণ্ঠনালী ছেঁচে
উগড়ে দেবে কথায় কথায় ঝলক ঝলক নীলা
এবং প্রিয় গোলাপ দেবে বাগান খুঁড়ে মালী
ভয়াল বিষে ভয় নেই আর তাবিজ বাঁধা আছে
বর্ষাঘন কোমর ভাঁজে গরল স্বরলিপি
সাপের অসুখ, তাই বলে কি ছোবল ভুলে যাবে?
নদীর মত ত্বক যে তোমার বৃক্ষ উপবাসী
এসো, আবার সঙ্গমে যাই, তুমুলে উল্লাসে।

লখাইয়ের মৃতমুখ গলে পরছে জলে,
উচ্ছিষ্ট মাংসে দোষ, নাভীকুন্ড, ঠোঁটে .....
খসে যাচ্ছে দীর্ঘ চুল, ভেসে যাচ্ছে ভেলা
বেহুলার সুস্থ মুখ, দেবদত্ত দেহ।

বেহুলা একাই নয়, শত শত ইচ্ছামতী নদী
নপুংশক দেহ নিয়ে ভেসেছে ভেলায়
সুবাতাস পরিচর্যা করে
নদী জল দুষ্ট ধুয়ে দেয়
তখন দেবতা আসে
কুন্তী, মাদ্রী, বেহুলার ঘাটে
রাঙা ওষ্ঠ, বক্ষে, তলপেটে
না-স্বামীটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীটি গর্ভবতী হয়।

ক্ষুদ্রপথ, ক্ষুদ্রপরিক্রমা
.....
.....
.....

ক্ষুদ্র পথ, ক্ষুদ্র পরিক্রমা
ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র সচতুরা
ক্ষুদ্র বীজ, নিজস্বহীন আলো
ক্ষুদ্র রাত, পৃথিবী মন্থরা

দীর্ঘকাল দীর্ঘ শ্বাসে ভরা
দীর্ঘজয়, পরাজয়ের ভেলা
পচন দেহ দীর্ঘ উপবাসে
দীর্ঘ ক্ষোভ দীর্ঘ অবহেলা

ক্ষুদ্র গাঙ, ক্ষুদ্র নদী জানে
সাতটি ঘাটই খেলছে এক খেলা
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হোক খেলা .....
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর খেলা .....

বনমালী তুমি, পরজন্মে হোও রাধা .....

উর্দ্দুর মত না দেখা শরীর
কিছুটা গালিবের মত .....

দেহ জুড়ে কতদিন জল নেই, হাওয়া নেই
নিজস্ব গম্বুজে ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিকূল
তারিমধ্যে সারি সারি ভেজা কাক বিগলিত

হলুদ ধানের ক্ষেত, অন্ধকার পরিসর
ভিজে ভিজে চরাচর — জুড়ে ক্লেদ, অভিমান
মিথ্যে নদী বরাকর, মিথ্যে পলি নদী গাঙ
আমি সেই মিথ্যে দৈবে নিষিডাক। পিছুটান।

এই সেই নিরুচ্চার বাধবন্দী গাঁ
ছ ঘুঁটি আমার; বাকী তোর
ছকে ছকে হাত পা বন্ধন,
সুন্দরবন!
জলে মকরমাছ, ডাঙায় নন্দ।

বিস্তির্ন বালিয়ারী ঘিরে.....

.....

.....

.....

.....

বিস্তির্ন বালিয়ারী ঘিরে
নাভীকুন্ড, বকুল পলাশ
নাভীকুন্ড কৃষ্ণচূড়া, ধুতুরা বা আজনবী ফুল
চেরা তট, তলপেট, জিহবাও দীঘল মাতাল .....

এখন রোদ্দুরেই আছি
যেভাবে যেখানে রোদ, প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাঁচি
বিচিত্র উত্তাপে দেহ থরথর থরথর
পৌষ মাঘের পিঠে জৈষ্ঠ্য এসে জড়সর।

আঁচ ধুয়ে দিচ্ছি তবু
যাচ্ছেতাই দ্রব্য মেখে
শরীর হাজির
নোখ নেই, দাঁত নেই
উরু, জঙ্ঘা, যোনীদ্বার
(রাজী দেহ রাজী)

কে যেন উল্কি লেখে, তপ্ত আল্‌পনা
ভূখা পাত্র হাতে নিয়ে,
কে যেন শব্দের আগে আলো পাঠায় —
আলোময়ী!!

আগুনেরই শিখা থেকে.....

.....

.....

.....

.....

আগুনেরই শিখা থেকে
ছুটেছে আগুন —
আরো আগুনেরই দিকে, দিকে
আগুন তাকে ম্লান করাচ্ছে
ছাদ কিনারে আঙুল কামড়ে
আগুন তাকে খামচা খামচি
রক্তারক্তি করতে করতে
শুধরে দিচ্ছে সমস্ত তাপ
নাইয়ে ধুইয়ে, ধোপ দুরস্ত ফর্সা পোশাক
পরার পরেও দেখছে সে পাপ
ঝলসে যাচ্ছে দিকবিদিকে।

ইহকাল ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে, যাক্
তামসিক দেহ
পরকাল রক্তমুখী, রক্ত জিব সেও।
বাগানে সমুদ্র পাখী, সুখে মৃত বায়ু
হাতে পানপাত্র তাতে যযাতির আয়ু।

"বুঝিবে তখনোও.....
.....
.....
.....
.....
.....

"বুঝিবে তখনোও-ও নারীরো বে এ-এ-দো না-আ
রাধার পরানে-এ-এ কতো ব্যা-এ্যা-থা-আ-আ-"
তাই,
খন্ডে খন্ডে টুকরো টুকরো দেহ পাঠাচ্ছি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিন্নমস্তা।

আমি তো স্বীকৃতি পেয়েছি বরাবর
আমি তো পাপীয়সী জেনেছি আজীবন
আমি তো রাক্ষসী, আমিই যৌবন
তোমাকে খুঁড়ে গেছি আঙুলে, বরাভয়।

যুবতী কামজল, শরীরে ভরাডুব
আমার ভুলভাল পুরুষে শোধরায়
এক হাটে কিনেছে ও সওদা কারবার .....
স্বর্নমুদ্রা না মুদ্রা বরাভয়?

দেহ যে গম্বুজ, কার কি এসে যায়
সারুক সম্ভোগ শরীরে সামগান
আর্য ঋষি বা কে দ্রাবির পুঙ্গব
আসছে, আসে, ওঃ এসেছো বরাভয়!

গোরস্তানে পুঁতে রাখি.....
.....
.....
.....

গোরস্থানে পুঁতে রাখি অসময়ে এসে যাওয়া শীত
মগডালে ঝুলে থাক্ অভিমানী মিথ্যে প্রেমিকেরা .....
বাদুরের মত।

পিঠে পাখা নেই, বুক লক্ষ্যে তীর
ছুঁড়ে, ফুঁড়ে দিল মন
ডুবে মরা, ডুবে মরা, গহীন ভাঙন।
শ্বাপদের সেই প্রেম, সে রমন
সে বিষ, সে বিষফল
সেই পাপ, বোধের ফারাক
হা অবদমন
আলপথ, কালপথ ঠেলে, ঠেলে, ঠেলে .....

যৌথবাগানে কত ফুল ফুটিয়াছে
যেন চোখে ধূল দিয়া কোন
প্রাচীন বান্ধব
স্বর্গ থেকে ছুঁড়ে মারে পিন্ড সুদ্ধ ছাই
গতজন্মে, খরাজন্মে, আমি তার বেনীগঙ্গা জল
প্রনয়ের নামে ছলে মিশিয়েছি ধূতুরার ফল
তার পানপাত্রে ;
প্রাচীন বান্ধব আজ বুঝে নিচ্ছে সুদ ও আসল।

অসময়ে পাপ হোল, অতলান্ত দূরে কৈখালি .....
(হে বনমালী!)

ছাদে, বিছানা বাগান

এটা বেশ রাগের কবিতা

কথা না বল্লে টাঙিয়ে রাখব কুচী গাছে
কথা না বল্লে জামার বোতাম ছিঁড়ব দাঁতে
কথা না বল্লে কালপুরুষের সাথে শুতে যাব
কালপুরুষের সাথে শুতে যাব তিনতলা ছাতে।

ফেরৎ দেবই লাল সুপুরী ও মিঠে পানপাতা
কথা না বল্লে স্বপ্ন শেখাতে যাব না রাতে
কথা না বল্লে একা থাক তুই একতলা ঘর
একতলা ছেড়ে, দোতলা ছাড়িয়ে, আমি যাব ছাতে।

কথা না বল্লে ভেবেছিস আরো সাধব গলা
কথা না বল্লে বয়ে গেল ভারী আমার তাতে
কথা না বল্লে, কথা না বল্লে, না-বলা কথা
তুই না বলিস, আমি বলে যাব, ঠিক তোর সাথে।

তোমার সঙ্গে

তোমার সঙ্গে বাঁচব বলেই
তোমার সঙ্গে প্রেম করিনি
তোমার শরশয্যা আসন
বেড়া ডিঙিয়ে তিল-ডাকিনী
পড়ার ঘরে থই বিছানা
এবং পাশের প্রাচীন স্ত্রীলোক,
(হয়ত তোমার ও নন্দিনী)
গায়ে মাখিনি।

আগুন স্রোতে জল ঢেলেছি
স্পর্শকাতর পাতালযোনী

তিন সত্যির চেয়েও কঠিন
অন্য সত্যি (থাকত যদি)
সত্যি বলছি, সত্যি, সত্যি
তোমার সঙ্গে বাঁচব বলেই .....
মিথ্যে, মিথ্যে জগৎ মিথ্যে

ইতি তোমার গহীন বনের
বৃক্ষবটের ঝি টুনটুনি।
তোমার সঙ্গে বাঁচব বলেই
তোমার সঙ্গে ..... নাঃ, করিনি।

09891105271

শূন্য নয়
আট নয়
এক এক
শূন্য পাঁচ
দুই সাত
আর একা একা এক
ডাকিস আমায় —

সম্পাদক সমীপেষু

রবিবার সারাদিন।
সোম থেকে শনি শুধু রাত্রি নটা থেকে
(সপ্তাহেরও শেষে কিছু ভ্রান্ত দিন, ভ্রান্ত রাত থাকে —)
যাদের সময় নেই দূরভাষ
যাদের সময় নেই তেঁতুলপার শাড়ি।
যাদের সময় নেই যে কোন একটা দিন
থেকে যাবে বই এর বাড়ি।

পুরনো চিঠি

পুরনো চিঠির উত্তর হয় নাকি?
পুরনো চিঠিতো লুকোন বারন্দাতে
ঝুঁকে পড়বার, ঝুঁকে ঝুঁকে দেখে নেওয়া
ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা প্রিয় রাতে —
মেঘ ছিল কিনা, থাকলেও গাঢ় কত
তারপর, সেকি? বৃষ্টিও নেমেছিল
পুরনো চিঠিতো ঝর্না কালিতে লেখা
অতএব চিঠি, অতএব মুছে গেল।
না হয় মুছলো জড়ো করে রাখা চিঠি
না হয় মুছলো ক্রিয়াপদ অব্যয়
বিশেষ্য তবু ঝুঁকেছে বারন্দাতে
বিশেষ চিঠি কি, সত্যি কি মোছা যায়?

শাড়ি - ১

শাড়িতে জোছনা মাখা পরী
শাড়িতে হলুদমাখা হাত
আঁচলের খুঁটে বেঁধে ঘাম
শাড়িহীন শুকসারী রাত।

আহা রাত, ভোর কেন হল
বিভোর আগুন মেখে শাড়ি
সারারাত একসাথে পুড়ি
পোড়াতে আমিও ভালো পারি।

শাড়ি - ২

আজ শাড়িতেই জোছনা উপুর
আজ শাড়িতেই মেঘ রোদ্দুর
আজ শাড়িতেই কোপাই খোয়াই
আর বাঁশবনে ঘেরা ও পুকুর।

আজ আঁচলে ও সাপটে কোমড়
আজ শাড়িপাড় কাজলা ভোমর
আজ অলীক সে বিধবা শাড়ির
হাওয়া কুঁচি ঘিরে চোর-কাঁটা-চোর।

আজ রোদ শাড়ি, রোদ নেশাতুর
ওগো শাড়িফুল, ও ফুল ডুমুর
হেঁটে ফিরছে সে পাকুর তলায়
একা রোদ-শাড়ি, জোছনা দুপুর।

বুক

বুকের মধ্যে অগ্নিপিন্ড, দ্বিবীজপত্রী ও বুক ছুঁলে
ছন্দ ছুঁলে, আগুন ছুঁলে, হাত পোড়ালে মুর্খ চাঁড়াল
বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলে, বিঁধল নাকি বর্শা ফলক
ছায়ার নীচে জরুল কালো, আঁধার আলো ঘনিয়ে এলো।
কোথায় গেল কুন্ডল, স্রোত, জীবাশ্ম আর কবচ বাছা
কোন বিনিময় শিখিয়ে দিল দুজন মানেই অবাধ্যতা।

তিলমাত্র

ঠোঁটে তিল ছিল
চিবুকেও, (চিবুকের বাঁ পাশে)
ডানহাতের স্পর্শকোনে, আয়ুরেখা ফুরোবার আগে
        ঘন তিল ছিল সেখানেও মিশে।
দুপায়ে চক্রযান উল্টিয়ে দেখ
        লাল তিল হাঁটু গেড়ে বসে
        আজানু ভিক্ষামুখে;
        (সেটুকু যা হালে আমদানী!)
বুকের গভীরে যে ঐ ক্ষত
অতটুকু তিল
সেটুকু কি দেখেও দেখনি?

তিল

স্কন্ধে তিল, তিলে মূর্চ্ছা, তাতে ঝাপটা জল
জলে বৃষ্টি, বৃষ্টি মানে ভরা ভাদরকাল
কালে যাত্রা, কালে রাত্রি, কালে ও মধুভাষ
মাসে চক্র, চক্রে বৃদ্ধি, বৃদ্ধি বারোমাস
বারটি মাস, মাসান্তরে ঋতুচক্র তার
চক্রে দশ, দশে চক্র ভূত ও অবতার
ভূতে শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে শান্তি, শান্ত কিম্বা ধীর
ধীরে চলাচল, চলনে স্থানু গোপনভাবে স্থির।
স্থিরে বিন্দু, বিন্দু বিন্দু উল্লসিত ঘাম
স্বেদ গ্রন্থি, গ্রন্থিবদল, নতুন কোন নাম
নামে ব্যক্তি, ব্যক্ত গ্রীবা স্কন্ধে কালো তিল
মূর্চ্ছা মেয়ের শ্যাম থাচ্ছে তামাকু ঠোঁট চিল।

একটি রাতজাগা কবিতা

যে নারী সূর্য জানেনা তার নামে একঘটি জল
যে নারী বীর্য জানেনা তার নামে দিঘী টলমল
যে পুত্র আর্য নয়, হে পুত্র সোমরস পান
নব নব মার্জনায় কাম্য হোক কামনার গান
এসো আদর করি নরম
যেন তুলোর পালক ওড়ে
এসো জাদুর গায়ে হাত বোলাই
মিশর দেশের মমি
এসো সুপ্রভাতে হাঁটতে বেড়োই
মধ্যরাতে থামি।
মধ্যরাত রাজপথ পথপাশে দীর্ঘ গাছপালা
মধ্যরাত পাখিরাত গাছেদের বিশপঁচিশ খেলা
মধ্যরাত লুকোচুরি, রুমালচোর, বন্দী খেলা-বাঘও।
মধ্যরাত ঢের হোল, দোর খোল, রাত থাকতে জাগো।

অন্য মানচিত্রে, মাকে

মানচিত্রে লেখা ছিল মা কবে প্রথম যোনীদ্বার
মা কবে জন্মদিন আমাকে এবং ভাইবোন
ক্রমে ক্রমে গর্ভফুল প্রস্ফুটিত ছিল কতকাল
মা কবে প্রথম প্রেম, মা কবে সে প্রেমিক ত্রিকোন।

আমি গাছ চিনতে পারি, আমি জানি তাল ও তমাল
সেই সব বৃক্ষতলে আমি দেখি মানচিত্র-মাকে
দু হাঁটু মাটিতে গেড়ে ঝুঁকে গেছে, বৃক্ষও উড়ান
মাকে দেখি কর্দমাক্ত, মাকে দেখি জড়িয়েছে পাঁকে।

আমি মাছও চিনতে পারি, মা তুমি মা শ্রেষ্ঠ পাঁকাল
মা তুমি জিওনো কই, বুকে দেখি অফুরন্ত শ্বাস
এত ঝড় ঝাপটা সব কাটিয়েও পেতেছ আঁচল
ফুঁ দিয়ে ওড়ালে প্রেম, কাটালে জীবন বারোমাস।

সতী লো - ১

দ্বিতীয় তৃতীয় থেকে শুরু করে
কতদূর চলে এলে পথ।
পথ, তুমিও আমাকে পথ দেখাও
কোথায় ফিরব? সে পুরনো রাজ্যপাট .....
হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া
রানীশালে রানীদের সাজ বদলায়।
রাজা, রাজা তুমি যদি দিকভ্রান্ত হও .....!

সতী লো - ২

অঙ্ক শেখার আগেই
আদি ভবিষ্যৎকে রাত শেখাই
বর্ন শেখার আগেই
এসো যুক্তাক্ষরে নাথ লেখাই

নাথ মোর প্রিয় নাথ বিষহরি হে সহায়
নাথবতী তবু কেন পরস্বামী বুকে যায়?
তার কটি যুক্তি আছে
তার কটি পুরান গাথা
তার কটি সহজ উপায়
আজন্ম বর্ষাকাল
তার কটি না-ঘুম রাত
আর কটি খেড়োর খাতা।

নাভীফুল

পা জলস্থ, গা জলস্থ, স্বাদগ্রন্থি তিতকুট,
তুই এলি?
লুকোস কোথায়?
এভাবে যাপনে দিন,
রাত্রি-দিন-রাত, সাথে ধৈর্য চলে যায় —
সংসার অরণ্যপ্রায়, না-ধোয়া বাসন
উষালগ্নে বিজরিত ঘুম .....
এ সমস্ত পিছে ফেলে সেই পিন্ডগুন
পিন্ডগুনে অজানিত ভয়।
যৌথখামার বাড়ি ফসলের ধুম
শুনে শুনে কাছে আসে — এসে যায়।
তুই এলি?
কন্দুর?
চার্দ্দিক উদ্ভাসিত সোনার ছোঁয়ায় —

সুখ

বহুদিন পরে যেন সুখে আছি আছি মনে হয়
দুরন্ত ঘুম, বুক ভরে শ্বাস, আহা মরি মরি
শরীরে চন্দন তেল, সুবাতাসে আঁখি নিভু নিভু
এমন স্বর্গরাজ্য ছেড়ে, বলো প্রেমনিধি, চলে যেতে পারি?

চলে যেতে পারি — দু একটি শর্ত যদি মনে রাখো মনে
সেখানে দ্বিতল বাড়ি, সম্মুখে ও মহানিম গাছ
গাছের কোটরে বাসা, সুখে থাকে শুক-সারী-সুখ
এমন কাম্য দিনে, খিদে একা, জঠরও হাঁ মুখ।

প্রথমে পতঙ্গ খেয়ে দুহাত বাড়িয়ে খাই পশু
সাজানো রাজ্যপাট, সতীন-বেজন্মা-বায়ু ফল
নিজের শরীরও খাই, খেয়ে ফেলি গর্ভজাত ভ্রূণ
বীর্য খাই, স্রাব খাই, সুখে জিব বিজল বিজল।

জানত শুধু বোদলেয়ার

এসো আমার অঝোর স্নান
হ্যারিকেন ট্যুর, বোদলেয়ার
স্ফুরন মানে অগ্নিখাকী
এসো আমার সন্তানের
জঠর কালো ভ্রূন তমস
এই তো আমার উপন্যাস
বোদলেয়ার, কঠোর স্নান।

এসো বিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান
ব্রহ্মতালু বর্ত্তমান
অতীত মাখা ভবিষ্যৎ
জরায়ু থেকে আযোনীদ্বার
জঠর থেকে চক্ষুশূল
জঠর থেকে চক্ষুদান
জন্ম নেবে দেবাদিদেব
দশমাসেরও নয় বাছা
চতুর্দিকে আম মুকুল
জতুগৃহে পাঁচ সখা
জ্বালানী হবার আমন্ত্রণ
জানত শুধু বোদলেয়ার।

ওহে কবিয়াল

তেঁতুল বিছের মত চুষে চুষে ও আঙুল
এত রস!
আমি ঐ দশ আঙুলে বশ
যে আঙুল আমি চুষিনি
সে তর্জনী তুলে তুলে আমাকে শাসায়
একদুটি আঙুলের ভাষায় ভাষায়
লেখা হয় প্রাকৃত বর্ণমালা
রে কালা
বাজাও হে বাঁশরী তোমার।

জানত শুধু বোদলেয়ার

এসো আমার অঝোর স্নান
হ্যারিকেন ট্যুর, বোদলেয়ার
স্ফুরন মানে অগ্নিখাকী
এসো আমার সন্তানের
জঠর কালো ভূন তমস
এই তো আমার উপন্যাস
বোদলেয়ার, কঠোর স্নান।

এসো বিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান
ব্রহ্মতালু বর্ত্তমান
অতীত মাখা ভবিষ্যৎ
জরায়ু থেকে আযোনীদ্বার
জঠর থেকে চক্ষুশূল
জঠর থেকে চক্ষুদান
জন্ম নেবে দেবাদিদেব
দশমাসেরও নয় বাছা
চতুর্দিকে আম মুকুল
জতুগৃহে পাঁচ সখা
জ্বালানী হবার আমন্ত্রণ
জানত শুধু বোদলেয়ার।

ওহে কবিয়াল

তেঁতুল বিছের মত চুষে চুষে ও আঙুল
এত রস!
আমি ঐ দশ আঙুলে বশ
যে আঙুল আমি চুষিনি
সে তর্জনী তুলে তুলে আমাকে শাসায়
একদুটি আঙুলের ভাষায় ভাষায়
লেখা হয় প্রাকৃত বর্ণমালা
রে কালা
বাজাও হে বাঁশরী তোমার।

বোতাম

মনে পড়েছে বর্ষাকাল, মনে পড়েছে ছেলেখেলার ছাতে
সোনার বোতাম বসিয়েছিলাম, হাঁ-বুক খোলা —
খাদির জামাটাতে।
সেদিন থেকে বন্ধ এ বুক, বুকের ভেতর ঘাসের চলাচলি।
রোদ পরেনা, জল পরেনা।
বাড়তে থাকে অন্ধকানা গলি।

হে জাহান্নম

(এসো, বৈধ শেখার আগেই যত অবৈধতে হাত পাকাই
গাছের থাই, তলার কুড়োই, তারও পরে গাছ ঝাঁকাই)

..... তোমার বুকে নিপুন হাতে একটি বন্ধুবৃত্ত আঁকা
বন্ধুবৃত্ত, বন্ধুবৃত্ত, বৃত্তে বন্ধু এবার একা
বন্ধু জানুক সকল বৃত্ত
একশো রকম বৈধ মৃত্যু
বন্ধু জানুক একূল ওকূল, গন্ধবকুল চোখের পাতা
হে অন্যায়,
চোখ ছুঁয়ে যায়, চোখের নামই অবৈধতা।
তারমানে ধূ ধূ দিকচক্রবাল
তারমানে ফের পানকৌড়ি জাল
তারমানে জালে জড়িয়ে পরেছি
ছাদের কিনারে ছুঁয়ে কানামাছি
তারমানে ঐ না-শেষ ছাদরাত
তারমানে যেন কাটা দুটি হাত
সে দুহাতে কত রক্ত মাখামাখি
মানে যাইহোক, এসো তা এঁকে রাখি।
তারমানে কেঁদো গোপনে ছলছল
পানপাত্র ভরে সে চোখের জল।
অবৈধতা চোখের জল, তারও নীচের স্রোতও
অবৈধতা তরল তরল
অবৈধতা গরলে গরল
যে পাত্রেই যখন রাখো সে পাত্রের মত।

বাগান বা গান

আমার শোবার ঘর, মেঝে অন্ধকূপ
সূক্ষ্ম যাঁতাকল আর দুঃখ আলপিন
আমার দেওয়াল গাঢ়
এবং প্রাচীন।
এখানে বিকেল এক অতলান্ত খাদ
বিষণ্ন প্রবাসী দেহ, শীর্ন সরু ক্ষীণ
রাত্রি অবান্তর
তারও অনেক বিষাদ।
তাই,
উল্কি দিলাম কৃষ্ণক্ষত
শ্যামদুলারী মন
ঘর ও বাহার ছড়িয়ে প্রবাস
অবোধ গ্রামোফোন —
রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়ে দিলেন
পদ্মকাঁটা,..... স্তূপ
রবীন্দ্রনাথ জিভ দিলেন
আলজিহ্বা চুপ।
পরমুহূর্তে,
ব্রাত্য জন্ম ছুঁল পাপ, হিরন্ময় জল
আর যৌথ পাত্রে ফুটে উঠল ধান
ম ম গন্ধে শরীরও বাগান
বাসমতী শরীর বা গান .....

আজও যারা বিবাহে উন্মুখ.....

সূত্রগুলি অবৈধই তাকে
প্রজাপতি প্রজ্ঞা পারমিতা
বিবাহের স্থান কাল পাত্রও লোপাট
রাত্রি হলেই.....

আমার দেহে গভীর কূঁয়ো আমার দেহে খাদ ছিল
ওম পশমের মুগ্ধতাতে কইতে কথা বাধছিল
কালনাগিনীর অমল স্নেহে জড়িয়ে স্বাদু সাতপাকে
উদগিরনের আগেই কেবল প্রাক্-বিবাহ রাত থাকে।

বিবাহ রাত্রি মানে,
একমুঠো মাটি কামড়ে পরে থাকা দাঁত
নখর বিস্তৃত পথ, অন্ধরাতে জমে থাকা ধুলো
যোনীজঙ্ঘা ফাঁক করে তীব্রকে ঘোলাই —
বিবাহের শতপুত্র হোক।

স্তন্যপান শিখি, শিখে সর্পকে শেখাই
সাপের জিভ চেরা তাতে হাসুহানা ফুল
জড়িয়ে দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে পাকদন্ডী পথে
দ্বিবীজপত্রী বুকের ফোঁড়ে থমকানো ত্রিশূল।

আজও যারা বিবাহে উন্মুখ .....
যারা ঘনরাত্রি চেনে
যারা চেনে প্রশস্ত বিছানা
ডালিমের থোকা ফুল,
ফুঁটো চুল কচুরী পানার;
তাদের কে কানে কানে, চুপিচুপি,
ঐ দেখ,
ওখানেই ছিদ্রপথ
অনন্ত লৌহবাসর
চোখুপী।

শোবার ঘর

প্রচুর পোকামাকড় এবং
শোবার ঘরে যুদ্ধবিমান
ছায়া অবিকল তোমার মতই (বদলালে না?)

আগের মতই ছন্নছাড়া
কয়েক পংক্তি, দু এক পংক্তি
পাশব গন্ধ, পাশব গন্ধ
ক্ষেতের মত বিবশ চোখে
প্রতিদিনের পিচুট জমা
তীব্র দূরে, তীক্ষ্ণ দূরে, তিক্ত দূরে ঐ বিছানা —

তারপরেও ছই ছপাছপ, ছিপ ফেলেছে
মৌরলা মা .....

জ্বলো

যাই হোক,
একবার পা তোল আকাশে; অন্যবার
নামাও এবং তোল, নামাও ওঠাও বারবার
তাল শেখো, ছন্দ শেখো, লয় শেখো, শেখো মাঝরাত
শেখো আধো আধো ঘুম
আর শেখো সিঁদকাটা রাত নিঝ্‌ঝুম
ছুঁচ ফুটে যাওয়া নোখ —
চুষে নাও,
রক্ত বন্ধ হোল?
এবার আগুন শিখে অষ্টপ্রহর ধরে জ্বলো।

তামসিক

উচ্ছিষ্ট অন্ধকার
দূরে দূরে নাচে বৃক্ষদল
পরমান্ন রেঁধে রাখো
তোমার বাহু-দীপ্তি-আলো
তামসিক যজ্ঞক্ষেত্র, শরীরে অসম্ভব কালো।

বর্ম কুঁজে ভরা থাকে অধার্মিক গায়ে
মাটি পিণ্ড মুখোশের নীচে
শরীর পিঞ্জর শুধু ফেটে পড়তে চায়।
তবু,
উর্ধবাহুমুখী
অরন্ধন সেরে নারী গন্ধপুষ্প চেটে চেটে খায়।

..... কে সেই পিঞ্জরে ছটফটায়?
হা ঘুম,
সেও শীর্ষে উঠে যায়।

শৃগাল না শিয়াল

আজ অব্দি দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন বাঁচা
পথিমধ্যে তবু কিছু ঘৃণার আরকে
হা মন উদ্বেলিত শত্রুবৃন্ত চাপে
সর্বত্র যদুবংশ, বহ্নিতাপে একা
তবুও শৃগাল বলে এতটা ভাবিনি
তবুও একাকী শীতে প্রাচীনত্বে বটে
অক্ষয় আয়ুর মত আমিও সাহসী
বারংবার মাছরাঙা কামরাঙা সেজে
বল্ তোর গৃহসজ্জা প্রদীপে জ্বালিনি?

নিভিয়েছি আত্মদ্বীপ নক্ষত্রবায়ুতে.....

জটিল

এই সেই গর্ভদেশ, অন্ধকার প্রাণ
অন্ধকারে প্লাবিত সে ভীষণ শমন
গর্ভমুখে ছিঁড়ে খুঁড়ে অত্যাচার ম্লান
আঁতুড়েই আজীবন অন্ধ প্রজনন।

প্রশমিত দ্রাব্যগুণ পানীয়তে ডুব
সর্বসুর ভিজে চুপ স্বরলিপি শোক
হৃদপিন্ড অন্ধকূপ, গর্ভদেশ যান
যোনীতন্ত্র ফুঁড়ে ওঠে অযাচিত লোক।

নিদ্রামোহন

এমনিতে জলধ্বনি ততখানি শ্রাব্য নয়
যতখানি শ্বাসকষ্ট পারে
রাত্রির মধ্যযাম ঠায় বসে বিছানায়
ঘুম আসছেনা, স্পর্শস্মৃতি, দম আটকানো ভুল
বালির চরে জলজাহাজ আটকে গেছে চিরজীবন
সাক্ষী কেবল মাছরাঙা মাস্তুল।
ওহ! কি জ্বালাময়, যন্ত্রণার ভারে কাবু
কি শব্দ সেই যন্ত্রণার সুরে
জলধ্বনি নয় এরা — স্মৃতীর থেকে বরফ নিয়ে
হৃদপিন্ড সাজাচ্ছে অক্ষরে।
তারওপরে জল ছিটিয়ে শয্যাপাতি নিদ্রামোহন
রাত্রি পথে শুতে যাবার আগে
চোখের থেকে শব্দ নামছে জলোচ্ছাসে জলোচ্ছাসে
ঘুমের প্রথম ভাগে।

ভিন্ প্রার্থনা

(সন্তান প্রার্থনার দিন
সম্ভোগে পাথরও উদাসীন।)

স্ত্রী চিহ্নটি চোখ বুজে শুয়ে
দীর্ঘ ডানা দিব্য চারিপাশ
আস্তাকুঁড় রণশয্যা প্রায়
ঘূর্ণিজল মৃদু আফ্রিকায় —

শূন্য হাত চাঁদ চতুর্থীর
শুকনো ত্বক, অন্নহীন ঠোঁট
ক্ষৌমবাস স্মৃতি ছত্রাকার
কৃষ্ণমুখ, কালো অহঙ্কার।

ঝুঁকে রাত্রি, মুখে নির্বিকার
বুকে ত্রস্ত বালিকার শব
শীত বৃষ্টি অজুহাত ধ্বনি
চেরা জিভ, নাভী, তীক্ষ্ণ যোনী।

কুণ্ঠতাপ পেশামুগ্ধ জাল
মেদমজ্জা তর্জনী ত্রিতাল
স্ত্রী চিহ্নটি নির্বিকার প্রাণ
সমুদ্রেই শঙ্খহীন স্নান —

নাতিদূর ঘন আফ্রিকায়
কৃষ্ণমুখ, কৃষ্ণ অভিমান
সন্তান প্রার্থনার দিন
কেটে যায় ভিন্ প্রার্থনায় —

ত্রান

আমি যদি পরিত্রান
আমি যদি ফুসফুসের অন্ধকার ঘর
নোখ যদি ফুটিয়ে দিই হৃদপিন্ডে
দ্যাখো যদি চুর্ণ গহ্বর
তারই মধ্যে ফোটে যদি, (ধরে নাও)
লক্ষকোষে রক্তজবা ফুল
রেনু ভর্ত্তি তর্জমায় তর্জমায় তারই মধ্যে আমি যদি
তুচ্ছ কোন ভুল —
করেই থাকি। সেটুকু ক্ষত মিটিয়ে দাও
মিটিয়ে দাও অপর্যাপ্ত স্বনে
আমাকেও ত্রান পাঠাও, পাঠাও কুঁচি খড়কুটো ছিপ
ডুবে যাচ্ছি সমুদ্র মন্থনে।

শীতকাঁথা - ১

তাই হোক তবে মাটিতেই শীতকাঁথা
এবার ঘুমলে স্বপ্নের ভোর হবে
মা যাই বলুক, আমি কথা শুনবো না
রাত করলেই খোলা চুল উড়ে যাবে।

চুল তো গাছালী বসন্তে পাতা ঝরে
চরিত্র তার ঝরে যাওয়া ঝরো ঝরো
রাত বাড়লেই শীত কাঁথা ঘুম পাবে
খোলা চুল তুমি, ওড়ো দশদিকে ওড়ো।

শীতকাঁথা - ২

প্রাত্যহিক পাশ ফিরে শুই
ও পাশে আগুন বিছানাতে
প্রাত্যহিক ও পাশেতে তুই
আমি সিঁড়ি তুই ভেঙে ছাতে,

প্রাত্যহিক পাশ ফিরে শুই
মাঝেকার নিরেট দেওয়ালে
মাথা কুটি, দুই দিকে দুই
শীত বাড়ে আপন খেয়ালে।

ঘা

যোগসূত্র ছিন্নকুটি পরে আছে ধুলোমুঠো ছাই
আবেগে রমনে স্বাদু রক্তাক্ত কাটা দুই হাত
কবন্ধ শরীরখানা সেও বড় জোরালো ও পুরু
হৃদিপদ্ম অর্থহীন, অর্থহীন শিথিল প্রপাত।

সে বড় শীতল কাম অধিকার রেনুমাখা দেহ
জবর দখলে যার শরীর বদলে শুধু গা
তারও নীচে শিরা, জালি, ধমনীর নীল ভীরু ঢেউ
এবং হলুদ পুঁজে ভরে যাওয়া দগদগে ঘা।

বাসা

এক ঝাঁকের মধ্যে কেবল একখানি হলুদপাখী নীল
বিষাক্ত? বিষ খেয়েছে? ডানা দুটি তখনো সবুজাভ
নিভে যাবে এখনই বুঝি ঝুঁটিহীন মুখখানি করুন
আমাদের কথা নেই, বাসা ভাঙা আপাত স্থগিত।

আমাদের

ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া —
আমাদের হাত বাঁধা
পা স্থবির
কথা নেই,
আমাদের মধ্যে বিষ —
বিষথলি!
নেমে আসা ছায়া —